৮

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2.6 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

৪২ বছরে সাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র সাড়ে আট ভাগ

।। মনির হোসেন ।।

গত ৪২ বছরে দেশে সাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা মাত্র সাড়ে আট ভাগ। ভারত বিভাগের পর ১৯৫১ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ১৬ দশমিক ৪ ভাগ। ১৯৯৩ সালে এই হার এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র ২৪ দশমিক ৮ ভাগে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এই হার ছিল শতকরা ২০ দশমিক ২ ভাগ। বর্তমানে ১৫ এবং এর বেশি বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ। এ হিসাব সরকারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর।

বর্তমানে দেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের শতকরা ৮০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু ভর্তির পরপরই এদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের শতকরা ৬০ ভাগ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। শহর ও গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এই বয়সী ছেলেমেয়েদের শহরের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ সাক্ষর, অন্যদিকে গ্রামে তাদের সংখ্যা শতকরা মাত্র প্রায় সাড়ে ৪ ভাগ। বর্তমানে সারাদেশের প্রায় ৫০ লাখ শিশুর নাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তই করা হয় না। উল্লেখ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রায় ৫২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১ কোটি ৩০ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে।

দেশে বিভিন্ন সময়ে গণশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রভৃতি নামে শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। সম্প্রতি সরকারের প্রণীত 'ন্যাশনাল প্ল্যান অফ অ্যাকশনে' বলা হয়েছে, সঠিক নীতি, নির্দেশনা এবং শিক্ষা বিস্তারের কার্যকর পদ্ধতির অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সফল হতে পারেনি। জিয়াউর রহমানের আমলে বয়স্কদেরকে সাক্ষরজ্ঞান করে তোলার জন্য বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে দু'বছরে ৭ লাখ বয়স্ককে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোল হয়েছিল; কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর কার্যক্রমটি বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দু'হাজার সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫০ ভাগেং পৌছুবে না। অথচ এসময়ে ভুটানে সাক্ষরতার হার বাংলাদেশকেও ছাড়িয়ে যাবে। সরকারের গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কর্মসূচীও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ১শ' ভাগ শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারবে না। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক হিসাবে দেখা গেছে, দু'হাজার সালে বাংলাদেশে শতকরা ৯০ জন শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। অথচ সার্বজনীন শিক্ষার বিশ্ব ঘোষণায় এসময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির হার শতকরা ১২০ ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে একই ক্লাসে ছেলেমেয়েদের পুনরাবৃত্তিকে গণ্য করে এ হিসাব করা হয়েছে।